দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ঢাকা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

047

এবারের এইচএসসি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

অতি আনন্দের সাথে আমি একজন শিক্ষিকা এবং অভিভাবিকা হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এবারকার এইচএসসি পরীক্ষাতে নকল প্রতিরোধে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। আরও আগে ভাগে যদি এসব কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতো তবে এতদিনে দেশের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ অনেক পবিত্র ও সুন্দর হতো বলে ধারণা করা যায়। আমার মনে হয় এবং পুরোপুরি বিশ্বাস রাখি যে, আগামী ২/৩ বছর যদি এভাবে বিধি-নিষেধ ব্যবস্থা চলতে থাকে তবে পরবর্তী জীবনের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন হবে সুন্দর ও সুখময়। ভাল ছেলে-মেয়েদের সঠিক মূল্যায়নও হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগ কখনও বিফলে যাবে না। শিক্ষার্থীরা নকল করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট ঠিকই পাচ্ছে, কিন্তু চাকরী ক্ষেত্রে যেয়ে একটি নির্ভুল আবেদনপত্র লিখতে পারছে না। এই লজ্জাকর ব্যাপার যে কোন জাতির জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। নকল করে যারা ডিগ্রী নেয় তারা মাকাল ফল ছাড়া আর কি। কিন্তু এসব মাকাল ফল দিয়ে কি রাষ্ট্র চালানো সম্ভব? মোটেই না। তাছাড়া একটি ছেলে সৎভাবে লেখাপড়া শিখে যদি 'সত্য' পাসটুকু নিয়ে বুক উঁচু করে না দাঁড়াতে পারে তাহলে জীবনের কোথাও সে নিশ্চয়তা খুঁজে পাবে না।

সারা দেশটা এভাবেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এখন আলোতে ভরে তুলতে হবে এদেশকে। তাই দেশের সহকর্মীদের কাছে আমার সবিনয় আহবান, আসুন আমরা সবাই মিলে দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে আমাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বোপরি জাতির স্বার্থে সকল শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে সুন্দর ও পবিত্র করে তুলি।

রোকিবা আনোয়ার
সিনিয়র সহকারী শিক্ষিকা
মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
নূরজাহান রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

নোট বইয়ে কেন এই ভুল?

এমনিতেই ছাত্র সমাজ দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। তারপরও প্রকাশনীর ভুল আর অবহেলা নিশ্চয়ই সচেতন পাঠকের মনকে বিষিয়ে দেয়। সম্প্রতি ১৯৮৯-৯০ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য রচিত 'মিতা প্রকাশনী'র বাংলা নোট (গদ্য ও পদ্য) বইয়ে শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পের ৫৫তম পৃষ্ঠায় ১৭নং বিশেষ প্রশ্নোত্তরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো। প্রশ্ন হচ্ছে— এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটি কথা আমার মনে পড়ে— ইহা কাহার উক্তি এবং কি কথা মনে পড়ে ব্যক্ত কর। উত্তরে বলা হয়েছে— 'উক্তিটি মৃত্যুঞ্জয়ের।' অথচ এখানে মৃত্যুঞ্জয়ের কথা আসতেই পারে না। উল্লেখ্য, উক্তিটি গল্পকথক 'ন্যাড়া' নামধারী শরৎচন্দ্রের। উত্তরটি বরং হবে তারই প্রেক্ষিত্রে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত ছোটগল্প 'হৈমন্তী'-এর লেখক পরিচিতিতে ২য় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাং দেয়া হয়েছে ১৯৪১ইং সনের ৮ই আগস্ট, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। আবার একই বইয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় কবি পরিচিতির ৯ম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাং দেয়া হয়েছে ১৯৪১ সনের ৭ই আগস্ট, ২২শে শ্রাবণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

এ নিয়ে গোটা ছাত্র সমাজ এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে। আমি বলতে চাই— 'মিতা প্রকাশনী'র মোহ কি শুধু টাকার প্রতি? বইটিতে যা-ই লেখা হোক সেদিকে খেয়াল নেই শুধু প্রকাশ হোক আর টাকা আসুক সেদিকেই রয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রধান এ তিনটি পাঠ্য বিষয় অর্থাৎ একটি পদ্য ও দু'টি গদ্যের প্রতি চোখ পড়তেই ধরা পড়লো এ অদ্ভুত ব্যতিক্রম। জানি না একগাদা প্রশ্নোত্তরসম্বলিত এ বইটি কত জায়গায় কত ছাত্রের কাছে বিতরণ করা হয়েছে। আমি আশা করবো যে, আগামীতে 'মিতা প্রকাশনী' এ ব্যাপারে মনোযোগী হবেন।

— গহেন্দ্র বিশ্বাস
মাগুরা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।